দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

নীতিমালা

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

১.০ অবতরণিকা:

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ অনুসারে কমিশন কার্যকরভাবে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অনুসন্ধানী ও সৃজনশীল সাংবাদিকতা উৎসাহিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৩ সন থেকে "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করে যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত দুর্নীতি উন্মোচনে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন দুর্নীতি দমনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। কাজেই দুর্নীতি দমনে ও প্রতিরোধে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার এ অনবদ্য অবদান দুর্নীতি দমন কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ পুরস্কার প্রবর্তন করছে।

২. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি:

প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিয়মাবলী সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা প্রকাশ ও প্রচার করা হবে। এছাড়া এ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম কার্যালয়, দেশের বিভিন্ন জেলার প্রেসক্লাব, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং রিপোর্টার্স এগেইনস্ট করাপশান (র‍্যাক) এর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৩.০ পুরস্কারের ক্যাটাগরি:

প্রতিযোগিতায় দুটি ক্যাটাগরিতে তিনজন করে মোট ছয়জন সাংবাদিককে অনুসন্ধানী ও সৃজনশীল প্রতিরোধ প্রচারণা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে কমিশন ইচ্ছা করলে কোন বৎসর মনোনীত পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবে।

ক) জাতীয়/স্থানীয় সংবাদপত্র ঃ

- রাজধানী ঢাকা থেকে যে কোন বাংলা, ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন।
- সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন স্থান থেকে জাতীয়/স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন।
- অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিবেদন।

(খ) রেডিও ও টেলিভিশন :

- বাংলাদেশ বেতার ও অন্যান্য বেসরকারী বেতার সম্প্রচার এবং বিটিভি ও দেশীয় মালিকানাধীন বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচারিত প্রতিবেদন।

ক ও খ উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়ীদের-

- প্রথম পুরস্কার হিসেবে নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা
- দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে নগদ ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা
- তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে নগদ ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা
- ক্রেস্ট ও
- সম্মাননা পত্র দেওয়া হবে।

৪. পুরস্কারের জন্য বিবেচ্য বিষয়:

- দুর্নীতির অপরাধ উদ্ঘাটনের বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যা পরবর্তীতে কমিশনের অনুসন্ধান/তদন্তে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ বলে প্রমাণ পাওয়া যাবে ।
- দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক সৃজনশীল বিজ্ঞাপন, টিভি প্রচারণা, টিভি কার্টুন ও জিঙ্গেল।
- দুর্নীতির বিস্তাররোধে নতুন উপায় উদ্ভাবনী প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ।
- প্রতিবেদন হতে হবে মৌলিক।

- প্রতিবেদনের ভাষা, সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা, প্রতিবেদনের উপস্থাপন কাঠামো, ছবি/ গ্রাফিক্স ব্যবহার, প্রতিবেদনের প্রভাব এসব বিষয় বিবেচনা করা হবে।

৫.০ বিবেচ্য সময়কাল:

(ক) প্রতি বছর ১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত/প্রচারিত প্রতিবেদন পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত বাছাইয়ের জন্য বিবেচিত হবে।

(খ) প্রতিবছর ০১ জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে দুর্নীতির অপরাধ উদঘাটনের বিষয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টের ভিত্তিতে দুদক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পদক প্রদান করা হবে।

৬.০ অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া:

দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও ফিচারের মূল কপি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও দেশীয় মালিকানাধীন বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচারিত প্রতিবেদন সিডিতে রূপান্তর করে পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্টসহ জমা দিতে হবে। প্রতিটি প্রতিবেদনের চার কপি (সিডি হলে চার কপি সিডি) জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনসমূহ প্রাথমিকভাবে এফ আই আর দাখিলের ক্ষেত্রে ও কমিশনের তদন্ত কাজে সহায়ক মর্মে গণ্য হতে হবে। প্রতিবেদনসহ প্রতিবেদকের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর ডাকযোগে প্রেরণ বা সরাসরি কমিশনের পরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা)-এর নিকট জমা দিতে হবে। খামের উপরে "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" কথাটি উল্লেখ করতে হবে। সিরিজ প্রতিবেদন ব্যতীত একজন সাংবাদিকের একাধিক প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতীয় পত্রিকার আঞ্চলিক প্রতিবেদক/প্রতিনিধি স্ব স্ব পত্রিকার ক্ষেত্রে সম্পাদকের/ প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে সি. ই. ও এর সুপারিশসহ জাতীয় ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবেদকের এক কপি ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত জমা দিতে হবে। প্রতিযোগী লিখিত অঙ্গীকারনামা দিবেন যে, তার বা তার পরিবারের (বাবা/মা/ সহোদর ভাই বোন) কোন সদস্যের নামে কোন দুর্নীতির মামলা বা আইনগত প্রক্রিয়া চলমান নেই বা কখনও অভিযুক্ত হননি।

৭.০ যারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন:

বাংলাদেশের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার যে কোন সাংবাদিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৮.০ অংশগ্রহণের শর্তাবলী:

(ক) প্রতিযোগিতাটি নির্দিষ্ট একটি বছরে অনুষ্ঠিত হবে। তাই কোন সিরিজ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরে কিছু অংশ প্রকাশিত বা প্রচারিত হলে সেই অংশসহ প্রতিবেদন জমা দেয়া যাবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিচারকমন্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সংবাদপত্র কিংবা সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মূল কপি সম্পাদক/ সিইও কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।

(গ) দুর্নীতি দমন কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে এসে অথবা ডাকযোগেও প্রতিবেদন জমা দেয়া যাবে।

(ঘ) কোন আবেদনকারী প্রতিবেদক পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে নতুন বিজয়ী নির্বাচনে বিচারকমন্ডলী সিদ্ধান্ত নিবেন।

(ঙ) দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হলে (মরণোত্তর) পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণের জন্য যদি তার যথাযথ উত্তরাধিকারী খুঁজে পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে ঘোষিত পুরস্কারটি সংরক্ষণের জন্য সাধারণভাবে জাতীয় যাদুঘরে প্রেরণ করা হবে। তবে কোন সময় পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা পেশাগতভাবে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হলে ঘোষিত পুরস্কার এবং পুরস্কারের ক্রেস্ট, অর্থ ও সম্মাননাপত্র সে প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রদান করা যাবে। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধান কিংবা এর মনোনীত প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবেন।

(চ) মরণোত্তর পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপক অনিবার্য কারণ বশতঃ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অপারগ হবেন, পুরস্কার প্রাপকের স্ত্রী বা স্বামী অথবা যথাযথ উত্তরাধিকারী পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

(ছ) কোন পুরস্কার প্রাপক বা মরণোত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সক্ষম না হলে তিনি পুরস্কারটি বিমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে তার নিকট প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারবেন।

(জ) যেসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুদকের তদন্ত ও অনুসন্ধান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে আবেদনকারী না থাকলেও দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা জুরি বোর্ডের নিকট আবেদন আকারে পুরস্কারের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(ঝ) এ লক্ষ্যে বছরের শুরুতে গণমাধ্যমের কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ দুর্নীতি বিরোধী রিপোর্ট প্রকাশ এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে পত্র প্রদান করতে হবে।

(ঞ) দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদানের আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক হতে হবে।

৯.০ বিচারক প্যানেল:

সাংবাদিকতা, গবেষণা এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সংশ্লিষ্ট পেশায় অভিজ্ঞতালব্ধ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে একজন চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্য সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচারক প্যানেল গঠিত হবে।

১০.০ পুরস্কার প্রদান পদ্ধতি:

(ক) প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহের যে কোন একটি দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এতে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(খ) পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সাংবাদিককে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আগে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য চিঠির মাধ্যমে এবং ফোনে যোগাযোগ করে ফলাফল জানানো হবে এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(গ) একাধিক প্রতিবেদকের রচিত একটি প্রতিবেদন বিজয়ী হলে সেক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহীত মুখ্য প্রতিবেদনের প্রতিবেদককে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(ঘ) "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার স্বার্থে বিচারকমন্ডলীর কাছে পাঠানোর সময় প্রতিটি প্রতিবেদনে পৃথক কোড নম্বর ব্যবহার করা হবে। বিচারকদের পৃথকভাবে মূল্যয়নকৃত কোড অনুযায়ী প্রতিবেদনগুলোর প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব ধরে "বিচারক প্যানেল" চূড়ান্ত বিজয়ীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। সর্বোচ্চ নম্বরের ক্রম অনুসারে বিজয়ীদের ১ম, ২য় ও ৩য় অবস্থান নির্ণয় করা হবে। এরপর বিজয়ীদের নাম চূড়ান্ত করার জন্য বিচারক প্যানেল একটি সভা আহ্বান করবেন। সভায় বিচারকগণ সর্বসম্মতিক্রমে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত বিজয়ীদের নাম চূড়ান্ত করবেন ও কমিশনের নিকট পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত সুপারিশসহ প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। মানসম্মত প্রতিবেদন পাওয়া না গেলে বিচারকমন্ডলী কোন বছর পুরস্কারের জন্য কোন অবেদনকারীর নাম সুপারিশ নাও করতে পারেন।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা) এ পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত বিচারক প্যানেলের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১১.০ নীতিমালা জারি:

কমিশন কর্তৃক পুরস্কার সংক্রান্ত জারিকৃত এ নীতিমালা ২০১৪ সালের ৩১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

(ইকবাল মাহমুদ)
চেয়ারম্যান